সার্কুলার নংঃ বিজিএ/কাস/২০২৩/ ৯৫৬ তারিখঃ ২১/০৬/২০২৩

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ ঋণ শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১, তারিখ: ২০/০৬/২০২৩।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

উৎপাদন ও সেবা খাতসহ সকল ব্যবসা চলমান রাখার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যে, এপ্রিল হতে জুন, ২০২৩ মাসের মেয়াদি প্রকৃতি ঋণের কিস্তির অর্থ ৫০% পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ জুন/২০২৩ ত্রৈমাসিকে বিরূপমানে শ্রেনিকরণ করা হবে না এবং অবশিষ্ট বিদ্যমান ঋণের পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সমকিস্তিতে অথবা এক কিস্তিতে প্রদেয় হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত নির্দেশনা বর্তমানে রপ্তানিকারকদের চলমান তারল্য সংকট নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও ঈদের পূর্বে রপ্তানিকারকদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক চাপ লাঘব করবে বলে আশা করি।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রোক্ত সার্কুলারটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১

তারিখ: ২০ জুন ২০২৩
০৬ আষাঢ় ১৪৩০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে।

সাম্প্রতিক সময়ে বহির্বিশ্বে যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালসহ বিভিন্ন উপকরণের মূল্য ও পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ তাদের গৃহীত ঋণের বিপরীতে প্রদেয় কিস্তির সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

২। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে উৎপাদন ও সেবা খাতসহ সকল ব্যবসা চলমান রাখার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে:

২.১। ০১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বিদ্যমান অশ্রেণিকৃত মেয়াদী প্রকৃতির ঋণসমূহের (স্বল্পমেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণসহ) বিপরীতে এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময়ে প্রদেয় কিস্তি/কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জুন/২০২৩ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ জুন/২০২৩ ত্রৈমাসিকে বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

৩। অনুচ্ছেদ-০২ এ উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক মেয়াদী ঋণের জুন/২০২৩ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তি/কিস্তিসমূহের অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান ঋণের পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ০৩(তিন) মাসের মধ্যে সমকিস্তিতে অথবা এক কিস্তিতে প্রদেয় হবে।

৪। অনুচ্ছেদ-০২ এ উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণসমূহ যথানিয়মে শ্রেণিকরণের আওতাভুক্ত হবে।

৫। এ সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর ১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কোনরূপ দন্ড সুদ বা অতিরিক্ত ফি (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আরোপ করা যাবে না।

৬। পুনঃতফসিলের মাধ্যমে অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শিত ঋণের জন্যও এ সার্কুলারের আওতায় প্রদত্ত সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

৭। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ তাদের প্রদত্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে বর্ণিত সুবিধা প্রদান করতে পারবে।

৮। এ সার্কুলারের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে যে পরিমাণ আরোপিত সুদ/মুনাফা নগদে আদায় হবে তা আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে।

৯। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আলী আকবর ফরাজী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২